

## ফল্গুধারা-২

এবারে আমরা বিশ্ব-মুসলিমের অন্যান্য কিছু ভিন্ন-দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। বিশ্ব-জামাত অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের সাথে বাংলাদেশী হিসেবে আমরা বিলক্ষণ পরিচিত। সুফি-ইসলাম আর তবলীগ জামাতকেও আমরা কাছ থেকে দেখেছি। এই দুই দলই তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রাজনৈতিক ইসলামের বিরোধী, কিন্তু বাস্তব কোন কাজে হাত দিতে নারাজ। যেহেতু শান্ত ছেলেটার চেয়ে দুষ্ট ছেলেটাই নজর কাড়ে বেশী, তাই তবলীগ বা সুফি ইসলামের গুরুত্ব আমাদের চোখে বিশেষ ধরা পড়ে না। সুফি বা তবলীগ ইসলামের ওপরে বই আর মুসলিম পন্ডিত আছেন অনেক কিন্তু শুধুমাত্র ইদ্রিস শাহ আর যোগী সিকান্দ (যোগিন্দর সিকান্দ - তবলীগের ওপরে অমুসলমান পন্ডিত) ছাড়া আমার বিশেষ কিছু পড়া নেই।

রাজনৈতিক ইসলামের (জামাত) পক্ষে বিপক্ষে আছেন অসংখ্য মুসলমান এবং অসংখ্য বই। পক্ষের তাইমিয়া(?) - বালা-কুতুব-মৌদুদি-গোআজম-ইউসুফ কারজাতী ইত্যাদির ওপরে কিছু লিখেছি, আরও লিখব। বিপক্ষের ধারা আছে কয়েকটাই, একটা মূলধারার বাহক হিসেবে ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনার কথা গত নিবন্ধে বলেছি, আর একটার মূল দার্শনিক হলেন সুদানের মাহমুদ তাহা (প্রধান বই - দি সেকেন্ড মেসেজ অফ ইসলাম) এবং তাঁর ছাত্র আটলান্টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ আবদুল্লাহ আন নঈম (প্রধান বই - টুওয়ার্ডস্ ইসলামিক রিফর্মেশন)। বলাই বাহুল্য, এইসব বিষয়বস্তু আর বইয়ের ওপরে ভিন্নমত হবেই, এবং সে ভিন্নমতের একটা সৌন্দর্য্যও আছে যদি তা থেকে গঠনমূলক কিছু উঠে আসে। চিন্তাধারার সংঘাতই তো সামাজিক অগ্রগতির প্রধান উপজীব্য উপকরণ, তাই না?

ডঃ আবদুল্লাহর বক্তব্য হল, নারী-অধিকার এবং অমুসলিমের অধিকার লংঘনের কারণে এবং কোরাণ এবং ইসলামের শান্তিবাণী লংঘনের কারণে শারিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আল্লামার আইন হিসেবে শারিয়া এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিশ্ব-মুসলিম শারিয়ার প্রতি অত্যন্ত দুর্বল। এখনি হঠাৎ করে শারিয়া উচ্ছেদ করার কথা বললে বিশ্ব-জুড়ে নানা রকম ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই শারিয়া ও আধুনিক আইন, এ দু'টোর ভেতরে একটা সমঝোতা হলেই সবার জন্য ভাল। এ সমঝোতার পদ্ধতিকে মাহমুদ তাহা নাম দিয়েছেন রিভার্স নস্খ। মাহমুদ তাহাকে ডঃ আবদুল্লাহ বলেন - ‘উস্তাজ তাহা’। উস্তাজের কেতাবে এ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ আছে।

নস্খ কথাটাকে ইংরেজীতে অ্যাব্রোগেশন বলা যায়। এর অর্থ হল প্রতিস্থাপন, অর্থাৎ কোন কিছুকে আরো উপযুক্ত কিছু দিয়ে সরিয়ে দেয়া। কোরাণ নিজেই এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে সুরা বাকারা আয়াত ১০৬-এ - “আমি কোন আয়াত রহিত করিলে অথবা বিস্মৃত করাইয়া দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি”। অন্য সুরাতেও কথাটা আছে। অর্থাৎ এই আয়াতগুলোতে সামাজিক পরিবর্তন মাফিক আইন বদলাবার স্বীকৃতি আছে। নবীজীর অনেক কথা-কাজেও এই রিভার্স নস্খ-এর স্বীকৃতি মেলে।

সবাই জানেন কোরাণের শান্তি-বাণী হল শাস্বত, এবং মারপিটের আয়াতগুলো তাৎক্ষনিক ঘটনা নির্ভর, আমাদের এখনকার জন্য নয়। কি কি কারণে আমাদের মধ্যযুগের ইমামেরা শান্তির আয়াত পাশে সরিয়ে রেখে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের আয়াতগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা চলুক, কিন্তু তাঁদের মতে এখন শারিয়া আইনগুলোকে এক আয়াত থেকে সরিয়ে অন্য আয়াতে নিতে হবে। যেমন, নারী-অধিকারের আইনগুলো (বৌ-পেটানো, নিয়ন্ত্রনহীন বহুবিবাহ, অর্ধেক-উত্তরাধিকার, ব্যবসায়ে অর্ধেক সাক্ষ্য ইত্যাদি)

বানানো হয়েছিল সুরা নিসা ৩, ৪, ১১, ৩৪ ও ১২৭, বাকারা ২৮২ এর ওপরে। ব্যতিক্রমতো আছেই, কিন্তু সাধারণভাবে তখনকার মেয়েগুলোকে এমনই চিন্তাশক্তিহীন পঙ্গু করে বড় করা হত যে ওইসব আইন ছাড়া পরিবার-সমাজ-ব্যবসা কিছুই চলার উপায় ছিলনা। আয়াত আর আইন দু'টোই ছিল তখনকার তাৎক্ষণিক। কিন্তু এখন আমাদের ফিরে আসতে হবে কোরাণের শ্বাস্থত আয়াতে। বিশেষ করে এখন মেয়েরা প্রমাণ করেছে যে তারা মোটেই কম নয় কোনদিক দিয়ে। তাই এখন ওই কোরাণেরই অন্য আয়াতের ওপরে আইন বানাতে হবে যাতে আইনটা কোরাণ-ভিত্তিক হয় আবার নারী-পুরুষের সমান অধিকারও নিশ্চিত হয়। নারী-পুরুষের সমান মানবাধিকারের এমন অনেক আয়াতই কোরাণে আছে। বন্ধুত্বের কথা-ই ধরা যাক। অবস্থা বিশেষে অমুসলিমকে বন্ধু বানানোর প্রতি সমর্থন ও নিষেধ দু'টোই কোরাণে আছে। অমুসলমানদের সাথে মরণপন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার কালে বানানো শারিয়ায় কোরাণের নিষেধের আয়াতের ভিত্তিতে অমুসলিমের মানবাধিকার লংঘনের অনেক আইন বানানো হয়েছে। কিন্তু এখন সে সার্বিক যুদ্ধ আর নেই। কাজেই আমরা অমুসলিমকে বন্ধু বানানোর প্রতি কোরাণের সমর্থনের আয়াতের ভিত্তিতে আইন বদলাতে পারি। মোটকথা, রিভার্স নস্খ-এর পদ্ধতিতে আমরা শারিয়ার আইনগুলো এমনভাবে মানবাধিকার-ভিত্তিক করতে পারব যে তাতে আমরা কোরাণের ভেতরেই থাকব।

তাদের এ প্রস্তাবনার সাথে আমি অনেক কারণেই পুরোটা একমত নই, কিন্তু সে কথা আলাদা। এখানে শুধু এই দেখানো হল যে মুসলমান পন্ডিতদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে আমরা মুসলমানেরা কোথাও যেন ভয়াবহভাবে আটকে আছি। জামাত আমাদের বার বার অতীতের অন্ধকারায় বন্দী করার প্রাণান্ত অপচেষ্টা করছে, ওটাই তার ইসলাম। সেই কারাগার ভেঙ্গে বিশ্ব-মুসলিমকে বের করে আনার জন্য কিছু মুসলমান দার্শনিক নিজের নিজের পন্থায় প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কাজটা বড়ই জটিল এবং কঠিন, তবু তাঁরা চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে কে ভুল আর কে ঠিক সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল বিশ্ব-মুসলিম সমাজে পরিবর্তনের কিছু ফল্লুধারা বইছে। এই ধারার নায়কেরা নিগূহিত হচ্ছেন রাজনৈতিক ইসলামের হাতে যেমন হয়েছিলেন আমাদের মধ্যযুগের ইমাম বোখারি-আবু হানিফা-মালিক-শাফি'ই-হাম্বল আর তায়মিয়া। ডঃ সাচেদিনার ওপরে বুলছে গ্র্যান্ড আয়াতুল্লা সীস্তানী-র ফতোয়া, দেশ-বিদেশের কোন মসজিদ তাঁকে বক্তব্য-বিবৃতি-বক্তৃতার জন্য ডাকতে পারে না। মাহমুদ তাহা-র মত পন্ডিত দার্শনিককে মুরতাদ ফতোয়ায় খুন করা হয়েছে, ডঃ আবদুল্লা নঈম যেখানেই যান মোল্লারা পাথর মারে।

এ ধরনের নিবন্ধে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়, দর্শনগুলো হুবহু তুলে ধরা-ও সম্ভব নয়। শুধু কিছু ফল্লুধারার দিক-দর্শনের জন্যই এটা লেখা। বর্তমানে এ এলাকায় ফল্লুধারার অন্য দুই পুরোধা হল অ্যামেরিকার ফ্রী-মুসলিম সংগঠন আর ক্যানাডার মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস। ফ্রী-মুসলিমের বয়স এক বছরও নয়, কিন্তু এর ওয়েবসাইটে গত মাসে হিট হয়েছে এক লক্ষ। মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস নিরন্তর কাজ করছে ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কোটি কোটি লোক আছেন যাঁরা জামাতিদের উন্মাদ কান্ড-কারখানায় মহাবিরক্ত, যাঁরা অরাজনৈতিক ইসলামের সমর্থক। এ নিবন্ধের পাঠকদের মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক ইসলামের অনৈসলামিক চরিত্র উপলব্ধি করেন, বিশ্ব-সভ্যতার ওপরে তার ভয়াবহ হুমকি উপলব্ধি করেন তাঁরা এ সংগ্রামে যোগ দিলে ভাল। অনেক টাকাও দিতে হবেনা, প্রতিদিন দু'ঘণ্টা সময়ও দিতে হবে না বা দশ মাইল দৌড়তেও হবে না - শুধুমাত্র সংগঠনের সভ্য হয়ে কণ্ঠ মিলালেই অনেক শক্তিশালী হবে আমাদের এই আন্দোলনটা।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা

২০ অক্টোবর ৩৪ মুক্তিসন।